



843 - ফরেশেতা কারা?

প্রশ্ন

ফরেশেতা কারা? তাদের কর্ম কী কী ও আকৃতি কীমন? তাদের সংখ্যা কত, নামগুলো কী কী? তাদেরকে কখন সৃষ্টি করা হয়েছে? সবচেয়ে বড় ফরেশেতা কে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান আনা ঈমানের অন্যতম রুকন

ঈমানের ছয়টি রুকনের অন্যতম হচ্ছে ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান; যে রুকনগুলো ছাড়া ঈমান প্রতিষ্ঠিত হয় না। যে ব্যক্তি এ ছয়টির কোনটির প্রতি ঈমান আনবে না সে ব্যক্তি মুমনি নয়। সে ছয়টি বিষয় হচ্ছে: আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান, তাঁর কতিবসমূহের প্রতি ঈমান, তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান, শেষে দিনের প্রতি ঈমান এবং ভালমন্দে তাকদির আল্লাহর পক্ষ থেকে এর প্রতি ঈমান।

ফরেশেতা কারা?

ফরেশেতার গায়বী (অদৃশ্য) জগতের অন্তর্ভুক্ত; যে জগতকে আমরা দেখতে পাই না। তবে আল্লাহ তাআলা তাঁর কতিবের মাধ্যমে এবং তাঁর রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীর মাধ্যমে তাদের সম্পর্কিত অনেকে সংবাদ আমাদেরকে জানিয়েছেন। নমিনে তাদের সম্পর্কে সঠিক কিছু তথ্য ও কিছু সাব্যস্ত হাদিস উদ্ধৃত করা হলো। প্রশ্নকারী বোন, আশা করি আপনি এ বিষয় সম্পর্কে যথাযথ ধারণা নতি পাবেন, মহান স্রষ্টার বড়ত্বকে জানতে জানতে পাবেন এবং এই মহান ধর্মের মহত্বকে অনুধাবন করতে পাবেন।

ফরেশেতার কীসে সৃষ্টি?

ফরেশেতাদেরকে আল্লাহ নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন; যমেনটি আয়শো (রাঃ) এর হাদিসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “ফরেশেতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জ্বনিদেরকে ধোঁয়াহীন আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা থেকে যেটোর বর্ণনা তোমাদের কাছে পৌঁছেছে।” [সহিহ মুসলিম]



(২৯৯৬)]

ফরেশেতাদরে কখন সৃষ্টি করা হয়েছে?

তাদেরকে সৃষ্টি করার সুনির্দিষ্ট সময় আমাদের জানা নাই। যহেতু এ বিষয়ে কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি। তবে এটা সুনিশ্চিতি য়ে, তাদেরকে সৃষ্টি করা মানুষকে সৃষ্টি করার আগই সম্পন্ন হয়েছে। যহেতু কুরআনরে দলিল হচ্ছ: “যখন আপনার প্রতাপালক ফরেশেতাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: নিশ্চয় আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করব” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৩০] অর্থাৎ তিনি তাদের কাছে মানুষ সৃষ্টি করার অভ্যপ্রায় ব্যক্ত করলেন। এতে করে প্রমাণিত হয় য়ে, তারা মানুষের পূর্ব থেকে বদ্যমান।

ফরেশেতাদরে সৃষ্টির বিশালত্ব

আল্লাহ্ তাআলা জাহান্নামরে ফরেশেতাদরে সম্পর্কে বলেন: “হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নজিদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে (জাহান্নামরে) আগুন থেকে রক্ষা কর যার জ্বালানি হব মানুষ ও পাথর, যার দায়িত্বে নিয়োজিত আছে নরদয় ও কঠোর ফরেশেতারা। তারা আল্লাহ্র নরিদশে অমান্য করে না এবং যা করার নরিদশে পায় তাই করে।” [সূরা তাহরীম, আয়াত: ৬]

সবচয়ে বড় ফরেশেতা হচ্ছনে জব্রাইল (রাঃ)। তাঁর বর্ণনা সম্পর্কে এসছে: আব্দুল্লাহ্ বনি মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে য়ে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জব্রাইলকে তার সআকৃতিতে দেখেছনে। তার আছে ছয়শটি ডানা। প্রত্যকে ডানা দগিন্ত জুড়ানো। তার ডানা থেকে য়ে অলংকার, মন-মুক্ত ঝরে পড়ে এর সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহ্ই সম্যক অবগত।” [মুসনাদে আহমাদ, ইবনে কাছরি ‘আল-বদিয়া’-তে বলেন: এর সনদ জায়যদি (ভালো)]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জব্রাইল আলাইহিস সালামরে বিবরণ দতিে গিয়ে বলেন: “আমি তাকে আসমান থেকে অবতরণ দেখেছি এবং তার বিশাল আকৃতি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করছেলি।” [সহিহ মুসলিম (১৭৭)]

বশিকালার ফরেশেতাদরে মধ্যে রয়েছে আরশ বহনকারীরা। তাদের বশেষিট্য সম্পর্কে বর্ণতি হয়েছে: জাবরি বনি আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন য়ে, তিনি বলেন: “আমাকে আরশ বহনকারী আল্লাহ্র ফরেশেতাগণ সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি দ্যো হয়েছে। তার কানরে লতি থেকে কাঁধ পর্যন্ত সাতশত বছরে রাস্তা” [সুনানে আবু দাউদ, সুন্নাহ অধ্যায়, জাহমিয়া পরচ্ছদে]

ফরেশেতাদরে বশেষিট্য

তাদরে ডানা রয়েছে

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আসমানসমূহ ও জমনিরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা; যিনি দুই দুই, তিনি তিনি ও চার চার ডানাবিশিষ্ট ফরেশেতাদরেককে বার্তাবাহক করছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করেন। নশিচয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।” [সূরা ফাতরি, আয়াত: ১]

ফরেশেতাদরে সৌন্দর্য

আল্লাহ তাআলা জব্রাইল আলাইহিস সালামরে সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ

“তাকে (এটা) শিক্ষা দিয়েছেন প্রবল শক্তিমান, সৌন্দর্যপূর্ণ সত্তা (জব্রাইল)। অতঃপর তিনি স্থির হয়েছিলেন।” [সূরা আন-নাজ্ম, আয়াত: ৫-৬]

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন: ذُو مِرَّةٍ: ذُو مَنْظَرٍ حَسَنٍ (সুন্দর আকৃতি)। কাতাদা বলেন: লম্বা ও সুন্দর আকৃতি।

সমস্ত মানুষের কাছে এটি বিধিবিদ্য য়ে, ফরেশেতারা সুন্দর। তাই তারা সুখী মানুষকে ফরেশেতাদের সাথে উপমা দিয়ে। যমেনটি সত্যবাদী ইউসুফ আলাইহিস সালামরে ব্যাপারে নারীরা বলছেন: فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا (অতঃপর তারা যখন তাকে দেখল তখন তারা তার সৌন্দর্যে অভিভূত হল ও নিজদের হাত কটে ফেলল এবং তারা বলল, অদ্ভুত আল্লাহর মাহাত্ম্য! এ তো মানুষ নয়, এ তো এক মহমিন্‌বতি ফরেশেতা)। [সূরা ইউসুফ, আয়াত: ৩১]

ফরেশেতাদের আকৃতিগত ও মর্যাদাগত তারতম্য:

গঠন ও আকারে ফরেশেতারা সকলে একই পর্যায়ে নয়। বরং তারা আকৃতি দিক থেকে বিভিন্ন; যমেনভাবে মর্যাদার দিক থেকেও বিভিন্ন। তাদরে মধ্যে সর্বোত্তম হলো যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছেন যমেনটি মুআয বনি রফিআ বনি রাফে’ (রাঃ)-এর হাদিসে এসেছে; যে হাদিসটি তিনি তাঁর পতি থেকে বর্ণনা করছেন যে, যিনি বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের একজন। তিনি বলেন: “জব্রাইল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে এসে বললেন: আপনাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে তাদরেককে আপনারা কী হিসেবে গণ্য করেন? তিনি বললেন: সর্বোত্তম মুসলিমি কথিবা অনুরূপ কোন বাক্য। তখন জব্রাইল বললেন: অনুরূপভাবে ফরেশেতাদের মধ্যে যারা বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করছে তারাও” [সহিহ বুখারী (৩৯৯২)]

ফরেশেতারা আহার ও পান করে না:

এটি প্রমাণ করে রহমানের খলিল ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম ও তার মহেমান ফরেশেতাদের মধ্যে যে সংলাপ হয়েছিল সেটি।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “তারপর ইব্রাহিম তার পরিবারকে কাছে গলে এবং একটি (রান্নাকরা) মাংসল বাছুর নিয়ে এল। তারপর সটে মিহমানদরে সামনে পশে করল, আর বলল: আপনারা খাবেন না? অতঃপর (মিহমানরা খাচ্ছে না দেখে) সে তাদের সম্পর্কে ভয় অনুভব করল। তারা বলল: ভয় করবনে না। এরপর তারা তাকে এক বজ্রিৎ পুত্রসন্তানকে সুসংবাদ দলি।” [সূরা যারিয়াত, আয়াত: ২৮]

অন্য আয়াতে এসেছে: “কিন্তু যখন সে দেখল, তাদের হাত সবেদিকে যাচ্ছে না, তখন তাদেরকে খারাপ (উদ্দেশ্যে আগমনকারী) মনে করল এবং তাদের সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার হল। (এটা বুঝতে পরে) তারা বলল, ‘ভয় পাবনে না; আমাদেরকে লুত্রে সম্প্রদায়ের কাছে (তাদেরকে শাস্তি দায়ের জন্য) পাঠানো হয়েছে’।” [সূরা হুদ, আয়াত: ৭০]

তিনি আরও বলেন: “রাতদনি তারা তাসবহি পড়ে; বরিত দিয়ে না।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২০]

তিনি আরও বলেন: “তাহলে (জনে রাখুন) যারা আপনার প্রভুর সান্নিধ্যেরে রয়েছে তারা (অর্থাৎ ফরেশেতারা) রাতদনি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে এবং তারা (কখনও) ক্লান্ত হয় না।” [সূরা ফুসসলিত, আয়াত: ৩৮]

ফরেশেতাদের সংখ্যা

ফরেশেতারা অনেকে। তাদের সংখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম আকাশে বদ্যমান বাইতুল মা'মুরেরে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: “অতঃপর আমাকে বাইতুল মা'মুরেরে দিকে উত্তোলন করা হয়। তখন আমি জব্রাইলকে জিজ্ঞাসে করলাম। তিনি বললেন: এটি আল-বাইতুল মা'মুর। এখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফরেশেতারা নামায আদায় করেন। একবার যারা বেরিয়ে যায় তারা আর ফিরে আসে না। অপর দল একই আমল করে।” [সহিহ বুখারী (৩২০৭)]

আব্দুল্লাহ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সহে দনি জাহান্নামকে এমতাবস্থায় আনা হবে যে, তার রয়েছে সত্তর হাজার লাগাম। প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফরেশেতা; যারা জাহান্নামকে টেনে নিয়ে যাবে।” [সহিহ মুসলিম (২৮৪২)]

ফরেশেতাদের নামসমূহ

ফরেশেতাদের নাম রয়েছে। কিন্তু আমরা তাদের অল্প কিছু নাম জানি। দলিলে যে ফরেশেতার নাম উদ্ধৃত হয়েছে সেটোর প্রতি নামসহ ঈমান রাখা ওয়াজবি। অন্যথায় কোন ব্যক্তির ফরেশেতাদের প্রতি ঈমান আনার সামগ্রিকতার মধ্যে তার প্রতি এজমালভাবে ঈমান আনা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

ফরেশেতাদের নামগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১। জব্রাইল ও ২। মিকাইল:

কুরআনে কারীমে এসেছে: “হে কউে আল্লাহ্, তাঁর ফরেশেতাগণ, তাঁর রাসূলগণ এবং জব্রীল ও মীকালরে শত্রু হব, তবে নশ্চয় আল্লাহ্ কাফরিদের শত্রু” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৯৮]

৩। ইসরাফলি:

আবু সালামা বনি আব্দুর রহমান বনি আউফ (রাঃ) বলেন: আমি উম্মুল মুমুনীন আয়শা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেসে করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী দিয়ে তার নামায পড়া শুরু করতেন; যখন তিনি রাত্ৰি বেলো নামায পড়তেন দাঁড়াতেন। আয়শা বলেন: যখন তিনি রাত্রে নামাযে দাঁড়াতেন তখন তিনি তাঁর নামায শুরু করতেন এই বলে:

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ . [رواه مسلم : 270]

“হে আল্লাহ! জব্রীল, মীকাইল ও ইসরাফীলরে রব্ব, আসমান ও যমীনরে স্রষ্টা, গায়বে ও প্রকাশ্য সব কছির জ্ঞানী, আপনার বান্দাগণ যসেব বিষয়ে মতভেদে লিপ্ত আপনহি তার মীমাংসা করে দবিনে। যসেব বিষয়ে মতভেদে হয়েছে তন্মধ্যে আপনি আপনার অনুমতক্রমে আমাকে যা সত্য সত্যে পরচালিত করুন। নশ্চয় আপনি যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করেন।” [সহিহ মুসলিম (২৭০)]

৪। মালকি:

ইনি হচ্ছেনে জাহান্নামরে রক্ষী। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “তারা চণ্ডিকার করে বলবে, হে মালকি, তুমোর রব যনে আমাদরেকে নশ্চয় করে দনে...” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭৭]

৫। মুনকার ও ৬। নাকীর:

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: “মৃত লোককে বা তুমাদের কাউকে যখন কবররে মধ্যে রাখা হয় তখন তার নকিট কালো বর্ণরে ও নীল চোখবিশিষ্ট দুইজন ফরেশেতা আসনে। তাদের মধ্যে একজনকে মুনকার ও অন্যজনকে নাকীর বলা হয়। তারা উভয়ে (মৃত ব্যক্তিকে) প্রশ্ন করেন: তুমি এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কী বলতে? মৃত ব্যক্তিটি (যদি মুমনি হয় তাহলে) পূর্বে যা বলত তাই বলবে: তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দছিযে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য সত্য নয় এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। তখন তারা উভয়ে বলবেন: আমরা জানতাম তুমি এ কথাই বলবে। তারপর সবে ব্যক্তির কবর দরৈঘ্য-প্রস্থে সততর হাত করে প্রশস্ত করা দয়া হব এবং করবে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা

করা হবো। তারপর সবে লোককে বলা হবো: তুমি ঘুমিয়ে থাক। তখন সবে বলবো: আমার পরবার-পরজিনকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আমি তাদের নিকট ফিরে যেতে চাই। তারা উভয়ে বলবেন: বাসর ঘররে বররে মত তুমি ঘুমাও, যাকে তার পরবাররে সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কটে জাগায় না। অবশেষে আল্লাহ তা আলা কয়ামতরে দনি তাকে তার বহিনা হতে জাগিয়ে তুলবেন। আর মৃত লোকটি যদি মুনাফকি হয় তাহলে (প্রশ্নরে উত্তরে) বলবো: তার সম্পর্কে লোকদেরকে যা বলতে শুনছে আমিও তাই বলতাম; আমি কিছু জানি না। তখন ফরেশেতাদবয় বলবেন: আমরা জানতাম, তুমি এ কথাই বলবো। তারপর জমিনকে বলা হবো, একে চাপ দাও। সবে লোককে জমনি এমনভাবে চাপ দবি যে, তার পাঁজররে হাড়গুলো একটি অপরটির মধ্যে ঢুকতে যাবে। (কয়ামতরে দনি) আল্লাহ তাকে তার এ বহিনা হতে উঠানো পর্যন্ত সবে লোক এভাবেই আযাব পতে থাকবে। [সুনানে তরিমযি (১০৭১), আবু ঈসা বলেন: হাদিসটি হাসান, গরীব এবং হাদিসটিকে ‘সহিহুল জামে’ গ্রন্থে (৭২৪) হাসান বলা হয়েছে]

৭। হাবুত ও ৮। মারুত:

আল্লাহ তাআলা বলেন: “এবং ব্যবলিনে দুই ফরেশেতার প্রতি যা নাযলি করা হয়েছিল।” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১০২]

এরা ছাড়াও আরও অনেকে ফরেশেতারা রয়ছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আপনার প্রভুর বাহিনী সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন। এটা (জাহান্নামরে এই বর্ণনা) বস্তুত মানুষরে জন্য এক সতর্কবাণী।” [সূরা মুদাছছরি, আয়াত: ৩১]

ফরেশেতাদের ক্ষমতা

আল্লাহ তাআলা ফরেশেতাদেরকে বপিল ক্ষমতা দান করছেন; এর মধ্যে রয়েছে:

ভিন্ন আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা:

আল্লাহ ফরেশেতাদেরকে তাদের আকৃতি ছাড়া অন্য আকৃতি ধারণ করার ক্ষমতা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা মারযাম আলাইহিস সালামরে কাছে জব্রাইল আলাইহিস সালামকে মানুষরে আকৃতিতে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন: “তখন আমি তার কাছে আমার রূহ (ফরেশেতা জব্রাইল)-কে প্রেরণ করলাম। সবে তার সামনে এক সুঠাম মানুষরে আকারে আত্মপ্রকাশ করল।” [সূরা মারযাম, আয়াত: ১৭]

ইব্রাহিম আলাইহিস সালামরে কাছেও ফরেশেতারা মানুষরে আকৃতিতে এসছেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, তারা ফরেশেতা। অবশেষে তারাই তাঁকে জানিয়েছেন। অনুরূপভাবে ফরেশেতারা লুত আলাইহিস সালামরে কাছে এসছেন সুদর্শন যুবকদের চহোয়ায়। জব্রাইল আলাইহিস সালাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কাছে একাধিক আকৃতিতে আসতেন। কখনও আসতেন দহিয়া আল-কালবী নামক সাহাবীর আকৃতিতে। তিনি সুদর্শন ছিলেন। কখনও বদুঈন (মরুবাসী)-এর আকৃতিতে আসতেন। সাহাবীরা তাকে মানুষরে আকৃতিতেই দেখেছেন যমেনট সহি বুখারী ও সহি মুসলমি উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর

হাদসি এসেছে যে, একদা আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযরি হলেন যার পরধানরে কাপড় ছিল ধবধবে সাদা এবং মাথার কশে ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর মধ্যে সফররে কোন আলামত ছিল না। কিন্তু আমাদের কড়ে তাঁকে চনিে না। তিনি নিজিরে দুই হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাঁটুর সাথে লাগয়িে বসলনে। আর তার দুই হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই উরুর উপরে রাখলনে। তারপর তিনি বললনে: হে মুহাম্মদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহতি করুন...। হাদসিটির শেষে পর্যন্ত।[সহি মুসলমি (৮)]

এটি ছাড়াও অন্য অনেকে হাদসি রয়ছে; যগুলো প্রমাণ করে যে, ফরেশেতার মানুষের আকৃতি ধারণ করে। যমেন একশ জন মানুষকে হত্যাকারী ব্যক্তির হাদসিটি। সে হাদসিে রয়ছে: “তাদের কাছে মানুষের আকৃতিে একজন ফরেশেতা এলনে”। এছাড়া শ্বতীরোগে আক্রান্ত, টাকমাথা ও অন্ধ লোকেরে ঘটনা সম্ভলতি হাদসিটি।

ফরেশেতাদের দ্রুতগতি

বর্তমানে মানুষ সর্বাধিক যিে গতির কথা জানে সটো হলো আলোর গতি। ফরেশেতাদের গতি আলোর গতির চয়েে বহুগুণ বেশি। কারণ প্রশ্নকারী প্রশ্ন শেষে করতে না করতেই জব্রাইল আলাইহিস সালাম পরাক্রম শক্তির মালিকি আল্লাহর পক্ষ থেকে উত্তর নিয়ে হাযরি হতনে।

ফরেশেতাদের দায়িত্বাবলী

- তাদের মধ্যে কারো দায়িত্ব হচ্ছো আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলগণের কাছে ওহী পৌঁছানো। তিনি হচ্ছনে: আর-রুহুল আমীন জব্রাইল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তাআলা বলেন: “যে ব্যক্তি জব্রাইলরে শত্রু—কারণ সে আল্লাহর নর্দশেই তোমার অন্তরে এই কুরআন নাযলি করছে।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ৯৭] তিনি আরও বলেন: “তা নিয়ে অবতরণ করছে বর্শবস্ত আত্মা (জব্রাইল) তোমার অন্তরে; যাত করে তুমি সিতর্ককারী হও।”[সূরা আশ-শুআরা, আয়াত: ১৯৩-১৯৪]
- তাদের মধ্যে কড়ে বৃষ্টির দায়িত্বে নিয়োজিত এবং আল্লাহ যখনে চান সখনে বৃষ্টি দয়ো। তিনি হচ্ছনে মকিঈল আলাইহিস সালাম। তাঁর রয়ছে কছু সহকারী; যারা তিনি তার প্রভুর নর্দশে তাদেরকে যা নর্দশে দনে তারা সটো পালন করে এবং বাতাস ও মঘেকে আল্লাহ যভাবে চান সভাবে পরচালতি করে।
- তাদের মধ্যে কড়ে শঙ্কিগার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হচ্ছনে ইসরাফিল। কয়ামত সংঘটনের সময় তিনি এতে ফুক দবিনে।
- তাদের মধ্যে কড়ে আত্মসমূহ কবজ করার দায়িত্বে নিয়োজিত। তিনি হচ্ছনে মালাকুল মউত ও তার সহযোগীরা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ধলুন, তোমাদের (জান কবজরে) জন্য নিয়োজিত মালাকুল মউত (মৃত্যুর ফরেশেতা) তোমাদের

- জান কবজ করবে। অতঃপর তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর নকিট ফরিয়নে নয়ো হবো।” [সূরা আস-সাজ্জাহ, আয়াত: ১১]
- তাদরে মধ্যযে কারো কারো দায়িত্ব হচ্ছো বান্দাকে সফরে ও সস্থানে, শয়নে ও জাগরণে এবং সর্বাবস্থায় সংরক্ষণ করা। এরাই হচ্ছো- “মুআক্কাবাত”। যাদরে সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমাদের মধ্যযে যো কথা গোপন করে আর যো তা প্রকাশ করে এবং যো রাতো লুকয়ি থাকে আর যো দনি অবাধে বচিরণ করে (তাঁর কাছে) সবাই সমান। মানুষেরো জন্ম তার সামনে ও পছনে রয়ছে। মুআক্কাবাত’ (একরে পর এক আগমনকারী ফরেশেতাবন্দ)। তারা আল্লাহর নরিদশে তাকে পাহারা দয়ি রাখে। আল্লাহ্ তো কোন জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরবির্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নজিরো নজিদে অবস্থা পরবির্তন করে। আর আল্লাহ্ যখন কোন জনগোষ্ঠীতে শাস্তি দিতে চান তখন কডে তা ফরোতে পারে না। তিনি ছাড়া তাদরে কোন মতির নহে।” [সূরা আর-রাদ, আয়াত: ১০-১১]
 - তাদরে মধ্যযে কডে রয়ছে বান্দার ভাল-মন্দ কর্ম সংরক্ষণকারী। এরাই হচ্ছো ‘করিমান কাতবীন’ (সম্মানতি লখে ফরেশেতারা)। আল্লাহ্ তাআলার নমিনোকত বাণীগুলো তাদরেকে অন্তর্ভুক্ত করে। তিনি বলেন: “তিনি তোমাদের জন্ম রক্ষকদের পাঠান।” [সূরা আনআম, আয়াত: ৬১] তিনি আরও বলেন: “নাকি তারা মনে করে যো, আমি তাদরে গোপন কথা ও গোপন পরামর্শ শুনিনি? অবশ্যই শুনিনি। অধিকন্তু আমার দূতগণ (ফরেশেতারা) তাদরে কাছে থেকে সবকিছু লখি রাখে।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৮০] তিনি আরও বলেন: “স্মরণ করুন, দুই গ্রহণকারী (ফরেশেতা) (একজন) ডানে ও (একজন) বামে বসে (তার আমল) গ্রহণ করছে। সে যো কথাই উচ্চারণ করুক (তা গ্রহণ করার জন্ম) তার কাছে একজন সদাপ্রস্তুত প্রহরী রয়ছে।” [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ১৭-১৮] তিনি আরও বলেন: “তবে তোমাদের ওপর অবশ্যই তত্ত্বাবধায়করা আছে (অর্থাৎ তোমাদের কাজকর্মে ওপর নজর রাখার জন্ম ফরেশেতারা নয়িজোজতি আছে); সম্মানতি লখেকরো;” [সূরা আল-ইনফিতার, আয়াত: ১০-১১]
 - তাদরে মধ্যযে কডে কডে কবররে পরীক্ষা নয়ো জন্ম নয়িজোজতি। এরা হলো: মুনকার ও নাকীর। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: মৃত লোককে বা তোমাদের কাউকে যখন কবররে মধ্যযে রাখা হয় তখন তার নকিট কালো বর্ণরে ও নীল চোখবশিষ্ট দুইজন ফরেশেতা আসনে। তাদরে মধ্যযে একজনকে মুনকার ও অন্যজনকে নাকীর বলা হয়। তারা উভয়ে (মৃত ব্যক্তিকে) প্রশ্ন করেন: তুমি এ ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্পর্কে কী বলতে?... হাদিসটি ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।
 - তাদরে মধ্যযে কডে রয়ছেনো জান্নাতরে প্রহরী হিসেবে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “আর যারা তাদরে প্রভুকে ভয় করত, তাদরেকে দলে দলে জান্নাতরে দকি নিয়ে যাওয়া হবো। অবশেষে তারা জান্নাতরে কাছে আসবে এবং জান্নাতরে দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবো। আর জান্নাতরে রক্ষীরা তাদরেকে বলবে: ‘তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষতি হোক, তোমরা খুশী হও এবং চরিকাল থাকার জন্ম এখানে প্রবশে কর’” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৩৭]
 - তাদরে মধ্যযে কডে রয়ছেনো জাহান্নামরে প্রহরী। এদেরকে বলা হয় ‘যাবানয়িয়া’। এই যাবানয়িাদরে প্রধান হচ্ছো উনশিজন। আর তাদরে দলপ্রধান হচ্ছো: মালিকি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “কাফরেদেরকে দলে দলে জাহান্নামরে দকি

তাড়িয়ে নেওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা তার কাছে আসবে তখন তার দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং তার রক্ষীরা তাদরেকে বলবে, ‘তোমাদের কাছে কী তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল আসেননি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের প্রভুর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাত এবং তোমাদেরকে আজকের দিনের সাক্ষাৎ সম্পর্কে সতর্ক করত?’ তারা বলবে, ‘হ্যাঁ, তবু কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির হুকুম চূড়ান্ত হয়ে গেছে।’ [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৭১] তিনি আরও বলেন: ‘অতএব সবে যেনে তার সভাসদদেরকে (সাহায্যের জন্য) ডাকে। আমিও শীঘ্রই যাবানয়িদরেকে ডাকব।’ [সূরা আলাক্ব, আয়াত: ১৭-১৮] তিনি আরও বলেন: ‘আপনি কি জানেন, সাক্বার কী? তা বাঁচিয়ে রাখবে না, ছেড়েও দাবে না। মানুষকে দগ্ধকারী। এর প্রহরায় আছে উনশিজন ফরেশেতা। আমি ফরেশেতাদেরকেই জাহান্নামের প্রহরী করছি। আর তাদের এ সংখ্যা নির্ধারণ করছি কেবল কাফেরদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই; যাত কতিবীদের প্রত্যয় জন্মে, মুমনিদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।’ [সূরা আল-মুদাছ্ছরি, আয়াত: ২৭-৩১] তিনি আরও বলেন: ‘তারা চত্কার করে বলবে, ‘হে মালকি (জাহান্নামের রক্ষী)! আপনার প্রভু যেনে আমাদের মৃত্যু ঘটান। (জবাবে) তিনি সবে বলবে: আসলে তোমরা (এভাবেই এখানে) চরিকাল থাকবে।’ [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৭৭]

- তাদরে মধ্য কটে জরায়ুতে বদ্যমান ভরুগরে দায়তিবে নয়িজোতি। ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে এই মরমে হাদিস বর্ণনা করছেন আর তিনি হচ্ছে সত্যবাদী ও সত্যায়তি: ‘তোমাদের সৃষ্টির উপাদানকে নজি মায়ের পটে একত্রিত করা হয়— চল্লিশ দিন পর্যন্ত বীর্যরূপে, অতঃপর তা জমাট বাঁধা রক্তে পরণিত হয় অনুরূপ সময়ে। এরপর তা গণেশতপন্ডিতে পরণিত হয় অনুরূপ সময়ে। এরপর আল্লাহ একজন ফরেশেতাকে প্রেরণ করেন। তখন ফরেশেতা তার মধ্য বৃহ ফুঁকে দেয়। ফরেশেতাকে চারটি বিষয়ে আদেশ দেয়া হয়। তাঁকে লপিবিদ্ধ করতে বলা হয়: তার আমল, তার রযিক, তার আয়ু এবং সবে কী পাপী হবে; নাকি নিকেকার হবে। সেই সত্যের শপথ যার হাতে রয়েছে আমার প্রাণ! তোমাদের মধ্য কটে জান্নাতের অধবাসীর আমল করতে করতে এমন পর্যায় পৌঁছে যে, তার ও জান্নাতের মাঝে মাত্র এক হাত ব্যবধান থাকে। এরপর তাকদীরের লখিন তার উপর জয়ী হয়ে যায়। তখন সবে জাহান্নামবাসীর মত আমল করতে থাকে; অবশেষে সবে জাহান্নামে প্রবশে করে। আর তোমাদের মধ্য কটে কোন ব্যক্তি জাহান্নামবাসীর কর্ম করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার ও জাহান্নামের মাঝখানে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে। তখন ভাগ্যলপি তার উপর জয়ী হয়ে যায়। ফলে সবে জান্নাতীদের আমল করতে থাকে। অবশেষে সবে জান্নাতে প্রবশে করে।’ [ফাতহসহ সহি বুখারী (৩২০৮) ও সহি মুসলিম (২৬৪৩)]
- তাদরে মধ্য কটে রয়েছে আরশ বহনকারী। তাদরে ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন: ‘যারা আল্লাহর আরশ বহন করে এবং যারা চারপাশ ঘিরে থাকে তারা (সেই ফরেশেতারা) তাদরে প্রভুর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, তাঁর প্রতী ঈমান রাখে এবং মুমনিদের জন্য (তাঁর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করে। (তারা বলে) হে আমাদের প্রভু! অনুগ্রহ ও জ্ঞেণ দ্বারা আপনি সবকিছু ধারণ করে আছেন। অতএব যারা তওবা করে ও আপনার পথ অনুসরণ করে তাদরেকে ক্ষমা করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন।’ [সূরা গাফরি, আয়াত: ৭]

- তাদরে মধ্য কটে কটে আছনে পৃথিবীতে বচিরণকারী; যারা যকিরিরে মজলসিগুলকে খুঁজে বড়োন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণতি, তিনি বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশিচয় আল্লাহর একদল ফরেশেতা আছনে, যাঁরা আল্লাহর যকিরিরে রত লোকদেরে খোঁজে পথে পথে ঘুরে বড়োন। যখন তাঁরা কথোও আল্লাহর যকিরিরে রত লোকদেরে দেখতে পান, তখন তারা একে অপরকে ডেকে বলে: তোমরা আপন আপন কাজ করার জন্য এগিয়ে এসো। তখন তাঁরা তাঁদের ডানাগুলো দিয়ে সেই লোকদের ঘরিরে ফলেনে নকিটবর্তী আকাশ পর্যন্ত। তখন তাঁদেরে প্রতাপালক তাদরেকে জিজ্ঞেসে করনে (যদিও ফরেশেতাদরে চয়ে তনিহি অধিক জাননে) আমার বান্দারা কী বলছে? তখন তাঁরা বলে: তারা সুবহানল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আলহামদু লিল্লাহ পড়ছে এবং আপনার স্তুতকিরছে। তখন তিনি জিজ্ঞেসে করনে, তারা কি আমাকে দেখেছে? তখন তাঁরা বলনে: হে আমাদের প্রভু, ওয়াল্লাহি! তারা আপনাকে দেখেনি। তিনি বলনে: আচ্ছা, তবে যদি তারা আমাকে দেখত? তাঁরা বলনে: যদি তারা আপনাকে দেখত, তবে তারা আরও অধিক পরিমাণে আপনার ইবাদত করত, আরও অধিক আপনার মাহাত্ম্য ঘোষণা করত, আরও অধিক পরিমাণে আপনার প্রশংসা করত এবং আরও অধিক পরিমাণে আপনারা পবিত্রতা বর্ণনা করত।

বর্ণনাকারী বলনে, আল্লাহ বলবনে: তারা আমার কাছে কী চায়? তাঁরা বলব: তারা আপনার কাছে জান্নাত চায়। তিনি জিজ্ঞেসে করবনে: তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফরেশেতারা বলবনে: আল্লাহর কসম! না। হে আমাদের প্রভু! তারা তা দেখেনি। তিনি জিজ্ঞেসে করবনে: যদি তারা দেখত তবে তারা কী করত? তাঁরা বলব: যদি তারা তা দেখত তাহলে তারা জান্নাতের আরও বেশি আগ্রহী হত, আরও বেশি সন্ধানী এবং এর জন্য আরও বেশি বেশি আকৃষ্ট হত। আল্লাহ তা আলা জিজ্ঞেসে করবনে: তারা কীসরে থেকে আশ্রয় চায়? ফরেশেতাগণ বলবনে: জাহান্নাম থেকে। তিনি জিজ্ঞেসে করবনে: তারা কি জাহান্নাম দেখেছে? তাঁরা জবাব দবে: আল্লাহর কসম! হে আমাদের প্রভু! তারা জাহান্নাম দেখেনি।

তিনি জিজ্ঞেসে করবনে, যদি তারা তা দেখত তাদরে কী অবস্থা হত? তাঁরা বলব: যদি তারা তা দেখত, তাহলে তারা তা থেকে আরও অধিক পলায়নপর হত এবং একে আরও বেশি ভয় করত। তখন আল্লাহ তা আলা বলবনে: আমি তোমাদের সাক্ষী রাখছি আমি তাদরে ক্ষমা করে দলিাম। তখন ফরেশেতাদরে একজন বলব: তাদরে মধ্য অমুক ব্যক্তি আছে, যে তাদরে অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং সে কোন প্রয়োজনে এসছে। তখন আল্লাহ তা আলা বলবনে: তারা এমন উপবশেনকারী যাদের মজলসি উপবশেনকারী বমিখ হয় না। [ফাতহুল বারীসহ সহি বুখারী (৬৪০৮)]

- তাদরে মধ্য কটে আছে পাহাড়পর্বতেরে দায়তিবে নয়িজতি। আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণতি যে, একবার তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেসে করলনে: উহুদরে দিনেরে চাইতে কঠনি কোনে দিন কি আপনার উপর এসছেলি? তিনি বললনে: আমি তোমার কওমেরে লোকদেরে পক্ষ থেকে যে নরিয়াতনের সম্মুখীন হওয়ার তা তো হয়েছি। সবচয়ে বেশী কঠনি নরিয়াতনের সম্মুখীন হয়েছি আকাবা (তায়ফেরে একটি স্থানেরে নাম)-এর দিন। যে দিন আমি নজিকে ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে আবদে কুলালরে নকিট পশে করেছিলাম। আমি যে উদ্দেশ্যে নিয়ে গিয়েছিলাম তাতো

তবে সে সাড়া দেননি। তখন আমি এমন বমিরূষ চহোরা নিয়ে ফরি এলাম যে, কারনুস সাআলবি (একটি স্থানরে নাম)-এ পৌঁছা পর্যন্ত আমার দুঃচিন্তা কাটেনি। এখানে এসে যখন আমি মাথা উপরে দকি উঠলাম হঠাৎ দেখতে পেলোম এক টুকরা মধে আমাকে ছায়া দচ্ছি। আমি সে দকি তাকালে দেখলাম এর মধ্য জবিরীল (আলাইহিস সালাম) আছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন: আপনার কওম আপনাকে যা বলছে এবং যে উত্তর দিচ্ছে তা সবই আল্লাহ শুনছেন। তিনি আপনার কাছে পাহাড়রে (দায়তিবে নয়িজতি) ফরেশেতাকে পাঠিয়েছেন যাতরে করে আপনি এদরে সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছা তাকে তা হুকুম করতে পারেন। তখন পাহাড়রে ফরেশেতা আমাকে ডাক দিয়ে সালাম দলিনে। তারপর বললেন: হে মুহাম্মদ! বিষয়টি আপনার ইচ্ছাধীন; আপনি চাইলে আমি তাদের উপর আখশাবাইন (দুটো পাহাড়)-কে চাপিয়ে দবি। উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: (না, তা নয়) বরং আমি আশা করি মহান আল্লাহ তাদের ঔরশে এমন প্রজন্ম বরে করে আনবেন যারা এক আল্লাহর ইবাদত করবে; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।” [ফাতহুল বারীসহ সহি বুখারী (৩২২১)]

- তাদের মধ্যে কেউ রয়ছেন ‘আল-বাইতুল মা’মুর’ যিয়ারতরে দায়তিবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যমেনটি ইসরা ও মরোজরে লম্বা হাদসি এসছে: তারপর আমাকে আল-বাইতুল মা’মুরে উঠানো হল। তখন আমি জবিরীলকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: এটি আল-বাইতুল মা’মুর। প্রতিদিন এতে সত্তর হাজার ফরেশেতা নামায আদায় করে। একবার যারা বরে হয়ে যায় তারা আর ফরি আসে না। অপর দল একই আমল করে।
- তাদের মধ্যে এমন কিছু ফরেশেতা আছে যারা কাতারবদ্ধ ক্লান্ত হয় না, দণ্ডায়মান বসে না, বুক ও সজ্জদারত; এর থেকে উঠে না। যমেনটি আবু যার (রাঃ) এর হাদসি এসছে তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নিশ্চয় আমি যা দেখি তোমরা তা দেখে না এবং আমি যা শুনি তোমরা তা শুন না। আসমান গোঙানরি মত শব্দ করছে। তার শব্দ করাটা অযাচতি নয়। আসমানরে এমন চার আঙুল জায়গা নই যখনে কোন একজন ফরেশেতা আল্লাহর জন্য কপাল ঠেকিয়ে সজ্জদায় পড়ে নই। আল্লাহর শপথ! আমি যা জানি তোমরা যদি তা জানতে তাহলে তোমরা কম হাসতে, বেশি কাঁদতে এবং স্ত্রীদরে সাথে বহিনায় মজা করতে না। বরং তোমরা আল্লাহর কাছে মনিতা করার জন্য রাস্তায় বেরিয়ে আসতে।” [সুনানে তিরমিযি (২৩১২)]

সম্মানতি ফরেশেতাদের সম্পর্কে এটি একটি সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনা।

আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করছি তিনি যেন আমাদেরকে ফরেশেতাদের প্রতি ঈমানদার ও তাদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী বানিয়ে দেন।

আমাদের নবী মুহাম্মদরে প্রতি আল্লাহর রহমত বর্ষতি হোক।

আরও জানতে ওয়েবসাইটে নমিনোক্ত প্রশ্নোত্তরগুলো পড়ুন:



ফরেশেতাদরে প্রতী সীমান আনার হাককিত